

## আইএনএসআই – ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সেফটি ইন্সটিটিউট

### লক্ষ্য

- বিশ্বের সবজায়গায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের নিরাপত্তা কর্মসূচীগুলিতে সহায়তা দেওয়া ও গড়ে তোলা
- নিয়োগকারী ও কর্মচারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়গুলিতে একমত হতে উৎসাহ দেওয়া
- হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ আর প্রচারপত্রের মাধ্যমে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া
- প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম ও মাঠ-পর্যায়ে এ্যাসাইনমেন্টের কাজের ক্ষেত্রে এই শিল্পে শ্রেষ্ঠ কর্মপদ্ধতির বিকাশ ঘটানো
- নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা, যার মধ্যে খরচে-পোষায় এমন ইনশিওরেন্স অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির বিষয়ে অনুসন্ধান করা, সেগুলি গড়ে তোলা আর বিকাশ ঘটানো
- ঝুঁকি হ্রাসের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির একটা বিশ্বজুড়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা
- বিভিন্ন মিডিয়া অনুষ্ঠানে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগের আয়োজন করা

### আইএনএসআই – (INSI) বিধিমালা

1. জীবন ও নিরাপত্তা বজায় রাখাটা সবার উপরে। কর্মচারী ও ফ্রী-ল্যান্স সবাইকে সমানভাবে সচেতন করতে হবে যে কোন স্টোরি বা রিপোর্টের সন্ধানে কোন অযাচিত ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা দৃঢ়ভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন কোন প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার চেয়ে নিরাপত্তাকে আগে বিবেচনা করে।
2. যুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন বিপজ্জনক এলাকায় এ্যাসাইনমেন্টের কাজের জন্য পাঠানো অবশ্যই স্বৈচ্ছান্তিক হতে হবে এবং কেবলমাত্র অভিজ্ঞ সংবাদ সংগ্রহকারী আর যারা তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকবেন তাদের তাতে জড়িত করতে হবে। কোন বিপজ্জনক কাজে না যেতে চাওয়া হলে সেটা ক্যারিয়ার বা চাকরির ভবিষ্যৎ উন্নতির ওপর কোন প্রভাব ফেলবেনা। যেসব সম্পাদক দফতরে আছেন কিম্বা মাঠপর্যায়ে যে সাংবাদিক আছেন তারা পরস্পরের সাথে উপযুক্ত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেবেন যে কখন কোন বিপজ্জনক এ্যাসাইনমেন্টের কাজ শেষ করে দিতে হবে।
3. কোন বিপজ্জনক এলাকায় এ্যাসাইনমেন্টে পাঠানোর আগে, সকল সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মচারীদের অবশ্যই বৈরী পরিবেশ ও ঝুঁকি সচেতনতা সংক্রান্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নিয়োগকারীদের এটা বাধ্যতামূলক করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
4. এ্যাসাইনমেন্টের কাজে পাঠানোর আগে নিয়োগকারীদের নিশ্চিত করতে হবে যেন সাংবাদিকেরা যে জায়গায় এ্যাসাইনমেন্টের কাজ করতে যাবেন সেখানকার বর্তমান রাজনৈতিক, আঞ্চলিক আর সামাজিক পরিস্থিতি সর্বসাম্প্রতিক অবস্থা কি এবং জেনিভা চুক্তিগুলি আর অন্যান্য প্রধান মানবিক আইন সংক্রান্ত দলিলে সশস্ত্র বিরোধের আন্তর্জাতিক বিধিমালা সম্পর্কে তাদের জানা থাকে।

5. বিপজ্জনক এলাকায় যেসমস্ত কর্মচারী ও ফ্রীল্যান্স সাংবাদিকদের পাঠানো হবে তাদের প্রতি হুমকি মোকাবেলার উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীদের অবশ্যই উপযুক্ত ও কার্যকর নিরাপত্তা সরঞ্জাম আর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষাকবচগুলি যোগাতে হবে।
6. সমস্ত সাংবাদিককে বৈরী এলাকায় এ্যাসাইনমেন্টের কাজ করার সময়ে ইনশিওরেন্স যোগাতে হবে, যার মধ্যে ব্যক্তিগত আঘাত ও মৃত্যুর ঝুঁকিরও বীমা থাকবে। কর্মচারী ও ফ্রী-ল্যান্সের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকবে না।
7. দুর্দশার ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর দিতে জড়িত সাংবাদিকদের গোপনীয় পরামর্শ সেবা পাওয়ার বিনা খরচে সুযোগ নিয়োগকারীদের দিতে হবে। মর্মান্তিক ঘটনার পরবর্তী মানসিক চাপকে ম্যানেজারদের বোঝার জন্য তাদেরকে নিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আর বিপজ্জনক এলাকায় অবস্থানরত সাংবাদিকদের পরিবারদের তাদের প্রিয়জনদের নিরাপত্তার বিষয়ে সময়মতো পরামর্শ দিতে হবে।
8. সাংবাদিকেরা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক। সংবাদমাধ্যমের কোন সদস্যের তাদের এ্যাসাইনমেন্টের কাজের সময়ে কোন আগ্নেয়াস্ত্র সাথে নেওয়া উচিত হবে না।
9. সরকার ও সকল সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন তাদের এলাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তার কথাটা মনে রাখেন, তা তারা তাদের নিজেদের বাহিনীর সাথে থাকুন বা নাই থাকুন। ওরা সংবাদ মাধ্যমের খবর সংগ্রহ ও বিতরণের অধিকারকে খাটো করা কিম্বা তাদের চলাফেরার উপর অহেতুক বিধিনিষেধ আরোপ যেন অবশ্যই না করেন।
10. নিরাপত্তা বাহিনী যেন সাংবাদিকদের আইনসম্মত এ্যাসাইনমেন্টের কাজের সময়ে কখনোই হয়রাণি, ভয় দেখানো কিম্বা দৈহিক আক্রমণ না করে।

#### নিরাপত্তার জন্য 16 -টি পদক্ষেপ

1. দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন। আপনার এ্যাসাইনমেন্টের কাজে যাওয়ার আগে যদি একান্তই সম্ভব হয় ,তাহলে একটা বৈরী পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অবশ্যই যান।
2. বেশীর ভাগ বিরোধের এলাকায় অন্তত দৌড়ানোর , অনেক দূর হাঁটার আর অ-স্বাচ্ছন্দ্য সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন নিন আর পরিষ্কার সুঁই ও মৌলিক চিকিৎসার সরঞ্জাম সাথে রাখুন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্রেসলেট পরুন যার মধ্যে অভয় প্রতীক থাকবে এবং আপনার এ্যালার্জি, রক্তের গ্রুপ ইত্যাদি লিখে সাথে রাখুন।
3. যে এলাকায় কাজে যাচ্ছেন সেখানকার লোকজন আর জায়গার পটভূমি আর ঐ বিরোধ সম্পর্কে পটভূমি জেনে নিন। স্থানীয় ভাষার কয়েকটা দরকারী কথা শিখে নিন, সবচেয়ে বেশী দরকার কথাগুলি হচ্ছে “ফরেন প্রেস” অথবা “জার্নালিস্ট”। স্থানীয় লোকজনের অঙ্গভঙ্গী , যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সেগুলি জেনে নিন।
4. বিরোধের এলাকায় ঘোরাঘুরি করবেন না। যদি রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করেন ,তাহলে একটা নিরাপদ ও দায়িত্বশীল ড্রাইভারকে নিন যার স্থানীয় এলাকা ও সম্ভাব্য গোলোযোগের জায়গাগুলি সম্বন্ধে জানা আছে। আপনার গাড়ীতে মিডিয়া বলে চিহ্নিত করুন যদি তাতে করে আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকে। একটা গাড়ীর বহরের সাথে ভ্রমণ করুন। যদি কোন নিয়মিত মিলিটারি টহলদলের সাথে ভ্রমণ না করেন তাহলে কোন মিলিটারি কিম্বা মিলিটারি মার্ক গাড়ী ব্যবহার করবেন না। আপনার গাড়ীটা ঠিকঠাক চলে কিনা দেখে নিন, সাথে যথেষ্ট তেল নিন। গরম আবহাওয়ায় টায়ারের প্রেসার নিয়মিত মেপে নিন , কারণ টায়ার ফেটে গেলে বিপর্যয় হতে পারে।
5. ভ্রমণের আগেভাগে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আর বাসিন্দাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। সামনের রাস্তা নিরাপদ আছে কিনা সেটা মাঝেমাঝে জেনে নিন। আপনার হেডকোয়ার্টার আর দফতরের সহযোগীদের জানিয়ে রাখুন

আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আপনার ভ্রমণসূচী কি আর কখন ফিরে আসার সম্ভাবনা। মাঝেমাঝে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দিন। এমন কোন ম্যাপ নেবেন না যেটা মিলিটারির ম্যাপ বলে মনে হতে পারে।

6. অপরিচিত যোগাযোগের লোকের সাথে প্রকাশ্য জায়গায় মিলিত হবেন আর আপনার অফিস কিম্বা বিশ্বাসী সহকর্মীকে আপনার পরিকল্পনার কথা বলে রাখুন। কোন সম্ভাব্য বিপদের মুখে একলা যাবেন না। কোন বিপদের এলাকায় প্রবেশের আগে বেরিয়ে আসার একটা দ্রুত ও নিরাপদ উপায়ের পরিকল্পনা করুন।
7. কখনোই সাথে অস্ত্র রাখবেন না আর যে সাংবাদিকেরা রাখেন তাদের সাথে ভ্রমণ করবেন না। ছবি নেওয়ার ব্যাপারে সতর্কবুদ্ধি অবলম্বন করবেন। ছবি তোলার আগে সৈন্যদের সম্মতি নেবেন। ছবি নেওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোকজনের আপত্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
8. সাথে একটা ছবিসহ পরিচিতি রাখুন। সাংবাদিক ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার ভান করবেন না। যদি চ্যালেঞ্জ করা হয় তাহলে পরিষ্কারভাবে নিজের পরিচয় দিন। যদি কোন সম্মুখ রণাঙ্গনের দুপাশেই কাজ করেন তাহলে এক পক্ষের খবর অন্য পক্ষের কাছে কখনোই দেবেন না।
9. সিগারেট আর অন্যান্য উপহার সাথে রাখুন লোকজনকে খুশী করার জন্য। শান্ত থাকুন আর স্বস্তিভাব দেখান যদি সৈন্য কিম্বা স্থানীয় লোকজন হুমকি দেওয়ার মতো আচরণ করে। বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে হাসুন।
10. জরুরী টাকাপয়সা সাথে রাখুন আর আপনার একটা বাড়তি আইডি বা সনাক্তিপত্র লুকিয়ে রাখুন, যেমন মানি বেল্টের মধ্যে। কিছু টাকাপয়সা দিয়ে দেওয়ার জন্য আলাদা রাখুন।
11. এমার্জেন্সি ফোন নম্বর কাছে রাখুন, যা স্যাটেলাইট আর মোবাইল ফোনের সাথে প্রোগ্রাম করা, আর স্পীড ডায়ালে একটা কী-তে 24/7 নম্বরটা রেখে দিন। হাসপাতালের অবস্থান আর ওগুলিতে কিরকম সুবিধাসরঞ্জাম আছে সেটা জেনে নিন।
12. যেসব অস্ত্রশস্ত্র বিরোধের এলাকায় সাধারণত ব্যবহার করা হয় সেগুলি চিনে রাখুন, ওগুলি কতদূর যায় আর ভেদ করার ক্ষমতা কতখানি তা জেনে নিন যাতে আপনি সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকরভাবে আশ্রয় নিতে পারেন। বাইরে যাওয়া আর ভেতরে আসার ব্যাপার জেনে নিন। স্থলমাইন আর অন্যান্য গোলাবারুদের চেহারা কিরকম তা জেনে নিন। কোন ফেলে যাওয়া অস্ত্র বা গোলাবারুদ ধরবেন না।
13. ওয়ার কনসাপভেন্ট বা যুদ্ধ সংবাদদাতা হিসাবে এক্রেডিটেড বা তালিকাভুক্ত না হলে আর তারজন্য সামরিক পোষাক পরার দরকার না হলে অসামরিক পোষাক পরবেন। প্যারা-মিলিটারি মার্কা পোষাক পরবেন না। চকচকে জিনিস সাথে রাখবেন না আর লেস সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। রোদের আলোর উজ্জ্বল প্রতিফলন কামানের গোলা ছোঁড়ার আলোর চমকের মতো মনে হতে পারে।
14. ফ্ল্যাক জ্যাকেট, বডি আর্মার, হেলমেট, গ্যাস মাস্ক আর যেখানে দরকার হয় নিউক্লিয়ার, বায়োলজিক্যাল ও কেমিকেল সংক্ষেপে এনবিসি (NBC) অর্থাৎ পারমানবিক, জৈব ও রাসায়নিক অস্ত্র প্রতিরোধক পোষাক পরার জন্য তৈরী থাকুন। প্রদর্শনীর জন্য, আরো নজরে না পড়ার মতো জিনিসপত্র, যেমন শক্ত হয়ে যাওয়া বেজবল-মার্কা হ্যাট আর হালকা আন্ডারওয়্যারের আবরণ বেশী ব্যবহার করুন।
15. আপনার অধিকারগুলি জেনে রাখুন, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় উভয় পর্যায়েই। জেনিভা চুক্তির শর্তগুলি সম্পর্কে জেনে নিন কারণ সেগুলি যুদ্ধ এলাকায় অসামরিক নাগরিকদের বেলায় প্রযোজ্য।
16. যেসব সাংবাদিক দারুণ বিপদের মধ্য দিয়ে গেছেন আর ভয়ঙ্কর ঘটনার দৃশ্য দেখেছেন তাদের পরের সপ্তাহগুলিতে চরম মানসিক চাপ আসতে পারে। এরজন্য পরামর্শ নিতে গিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।